Language L.12

BENGALI

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

Version Date: September 2022

Part of the

ISLAMIC e-LIBRARY

Learn more about Islam with our informative and educational materials, translated to over 50+ languages

@islamicicdxb

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY

ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

جمعية دار البر
Dar Al Ber Society
www.daralber.ae

الإمارات
THE EMIRATES

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

تصريح رقم: (2017/139)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

ইসলাম সম্পর্কে

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এটা মানুষকে তার স্রষ্টার অর্থাৎ (আল্লাহর) সাথে সম্পর্কের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীব সমূহের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়। ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানুষ সত্যিকার সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহকে না চিনবে বা না জানবে এবং ইসলামের আদেশ নিষেধ মোতাবেক না চলবে।

ইসলাম পৃথিবীর অন্যতম ও বৃহত্তম ধর্ম ও পৃথিবীর জন সংখ্যার আনুমানিক এক পঞ্চমাংশের প্রতিনিধিত্য করে।

ইসলামের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হচ্ছে এটি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামে পরিচিত নয়।

এক আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস), একমাত্র তারই ইবাদাত জীবনের মূল উদ্দেশ্য আর ইহাই ইসলামের মুল ভিত্তি।

আরবী ভাষায় ইসলামের অর্থ হচ্ছে এক আলাহর নিকট নিজেকে সমর্পন করা (বা মেনে নেয়া)। যে নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাকেই মুসলমান বলা হয়। চাই সে পূর্বে যেই কোন গোষ্টি বা জাতিই থেকেই হউক না কেন।

ঈমানের (বিশ্বাসের) স্তম্ব বা ভিত্তি ৬টি।

"আল্লাহ" (এক সত্য) মা'বুদ বা সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিগত নাম।

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

"আল্লাহ" এক সৃষ্টিকর্তার অনন্য আরবী নাম।

তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, অংশীদার, সমকক্ষ, পিতা মাতা ও সন্তান নাই। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি এবং পরিপূর্ণ গুণাবলীর মধ্যে কেউ অংশীদার নন। তার জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ ও উত্তম গুণাবলী। তিনি সর্বোচ্চ, সর্ব সর্বশক্তিমান, ন্যায় বিচারক, প্রজ্ঞাময়, সুরক্ষা দানকারী এবং সর্বজান্তা।

তিনি সকলের স্রষ্টা এবং রিযিকদাতা, যিনি আমাদের জন্য অফুরন্ত অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, যেমন- শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, চিন্তাশক্তি, চলন শক্তি এবং বাক শক্তি। এজন্য আমাদের উচিত একমাত্র তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র তারই উপাসনা করা আর তা হবে তার নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে।

ইহা যুক্তিসংগত যে, এধরনের জটিল ও সুষম সৃষ্টি একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, অতএব এরূপ বিশ্বাস করা কখনো যুক্তিসংগত নয় যে, এই মহাবিশ্ব নিজে নিজেই অপরিকল্পিতভাবে তৈরী হয়েছে।

CONTENTS

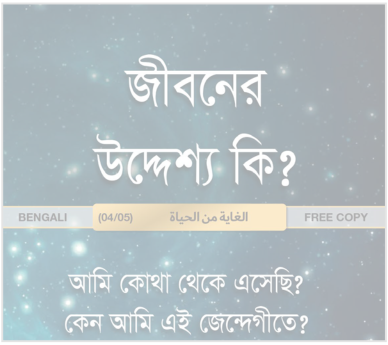

২. ফেরেস্তার উপর ঈমান আনা।

ফেরেস্তা নূরের তৈরী। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদেশ করেন, তাই করেন। তার মধ্যে কয়েকজন ফেরেস্তা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অবগত করেছেন যেমন জিব্রাইল, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে নবীর কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানো, এবং আযরাঈল যার কাজ হচ্ছে মানুষের জান (আত্মা) কবজ করা।

৩. আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ তায়ালা তার নবীগণের উপর ওহী নাযিল করেছেন। যাহা মানুষের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। যেমন, তাওরাত, ইনজিল যাহা মুসা ও ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ও কোরআন যাহা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়েছে।

"কুরআন" হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং গোটা মানবজাতির প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব বা ঐশী। এই কোরআন যে, আল্লাহর বাণী তার অনেক সুস্পষ্ট ও অলৌকিক প্রমাণ রয়েছে।

এই কুরআনের আরেকটি অলৌকিক বিষয় হচ্ছে এই মহাগ্রন্থ সকল প্রকার ভূলভ্রান্তি ও বিতর্ক বা বিভ্রান্তির উর্দ্ধে।

* এই কুরআনে রয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিশুদ্ধ প্রমান সমূহ।
* এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর। যিনি ছিলেন নিরক্ষর অথচ তার ভাষার সৌন্দর্য ও বাকপটুতার পদ্ধতি অদ্বিতীয়।
* এই কুরআন চৌদ্দশত বছরেরও অধিককাল আগে অবতীর্ণ হয়েছে অথচ এতে রয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য যা তখন আবিস্কার হয়নি। যা আবিস্কার হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।
* এই কুরআন মূল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ সংরক্ষিত। অথচ অন্যসব ধর্ম গ্রন্থগুলো হয় বিকৃত করা হয়েছে, কিংবা পরিবর্তন করা হয়েছে। বা হারিয়ে গেছে।

কুরআনের বিভিন্ন অনন্য ও অলৌকিক বিষয়কে যেভাবে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র মহাস্রষ্টার কাছ থেকেই হতে পারে। একই সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) এর খাঁটি বাণী এবং কর্মের বর্ণনার কারণে কুরআন হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস।

৪. নবীগণের উপর ঈমান আনা।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা হাজার হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক জাতির জন্য কমপক্ষে একজন করে নবী পাঠিয়েছেন। সব নবীগণ একই বাণী নিয়ে এসেছেন যে, "একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা ও তার দেওয়া হেদায়াতের অনুসরণ করা। নবীগণের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলো; আদম, নূহ, ইব্রাহীম, দাউদ, ইউসুফ, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ)। সকল নবীগণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং মানুষকে আল্লাহর রাস্তার দিকে পথ দেখানো। নবীগণের মধ্যে কোন নবীই আল্লাহর একাত্ববাদের (উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়াতের) মধ্যে অংশীদার নয়। ইবাদাতের মধ্যে অন্য কাউকে মাধ্যম বা অংশীদার সাব্যস্ত করা তাওহীদের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

নবী ঈসা (আঃ)

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। অলৌকিকভাবে (পিতাছাড়া) জন্ম নিয়েছেন কুমারী মাতা মারয়াম (আঃ) এর গর্ভ থেকে। আল্লাহ তায়ালা তার

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

হাতের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনা মানুষকে দেখিয়েছেন। যেমন অন্ধকে চক্ষু বিশিষ্ট করা, বধিরকে শ্রবণ শক্তি বিশিষ্ট করা, ও মাকে অপবাদ থেকে রক্ষার নিমিত্তে মায়ের কোলে (শিশুকালে) কথা বলা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর নবী এবং তারা তাঁকে ভালোবাসেন ও সম্মান করেন কিন্তু তারা তার উপাসনা করে না। আর তাকে আল্লাহর সন্তান বলেও মানেনা। আর তিনের এক বলেও মনে করেনা আর মুসলমানরা আল্লাহর নিঁখুত গুণাবলীর মধ্যেও কাউকে শরীক করেনা।

আল্লাহ বলেন; আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহন করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত করেন তখন একথাই বলেন; "হও" তখনই তা হয়ে যায়। (সূরায়ে মারয়াম আয়াত ৩৫)

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)

মুহাম্মদ (সা;) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। গোটা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন। আর তিনি (নবী করীম সাঃ) সেই কুরআনকে নিজের কাজে কর্মে ও কথা-বার্তার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী দয়ালু ও সাহসী মানুষের একটি উত্তম উদাহরণ স্বরূপ। আর মুসলমানরা না ঈসা (আঃ) এর ইবাদাত করে না মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইবাদাত করে। (একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে)।

৫. আখেরাতের উপর ঈমান আনা। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের উপর)

শেষ বিচারের দিন থেকে রক্ষা পাওয়ার বা পলায়ন করার কোন উপায় নাই। সকলকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তখন ভাল ও মন্দ ছোট বড় সব আমলের হিসাব কিতাব হবে এবং সবাই আল্লাহর নিকট ন্যায় বিচার পাবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ন্যায় বিচার করবেন ও সুন্দর সমাধান দিবেন। কারো প্রতি কোন জুলুম করা হবেনা। সব কিছু ন্যায় সংগতভাবে বিচার করে (আমল মোতাবেক) কাউকে বেহেশত দান করবেন আর কাউকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

৬. তাকদীরের (ভাগ্যের) উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ সবকিছুই তথা অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে (কি ঘটেছে কি ঘটবে) সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তার ক্ষমতা বা কুদরতের বাহিরে নয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এই পৃথিবীতে যা কিছুই হয়, সব তিনি জানেন।

প্রত্যেককে ভালো অথবা মন্দের একটা (পথ) বেছে নিতে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী (অর্থাৎ তার আমল অনুযায়ী) তাকে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ এই নয় যে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারে এবং অনুমতিতে ঘটবে। আবার এও নয় যে সবকিছুর উপর স্রষ্টার ক্ষমতা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে বাঁধাগ্রস্থ বা রহিত করবে। মানুষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞানের অর্থ এই নয় যে সেই সিদ্ধান্ত গুলো নিতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে। মোট কথা আল্লাহ ভালো মন্দ দুই ও পথ জানিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষকে পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই যে যেপথ গ্রহন করবে তার জন্য সে নিজেই যিম্বাদার।

CONTENTS

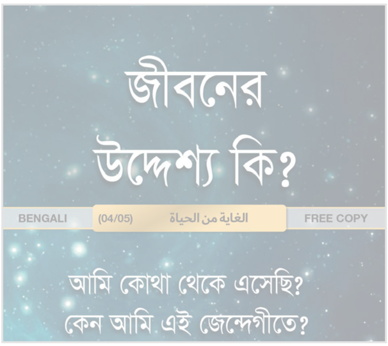

ইবাদতের পাঁচটি স্তম্ভ

মুসলিম জীবনের ভিত্তি ৫টি

১. ঈমান (বিশ্বাস)

ঈমানের অর্থ হলো-এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তার প্রেরিত রাসুল।

এই বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে অন্তর থেকে উৎসারিত হতে হবে এবং এই বিশ্বাসকে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে সকল মিথ্যে উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং একমাত্র উপাস্য হিসেবে আল্লাহর উপাসনা করবে এবং শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে মেনে নেবে। তখনই সে খাঁটি মুসলমান হবে।

২. প্রতি দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায

নামায আল্লাহর সাথে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তৈরী করে এবং নামায আল্লাহকে মান্য করার ও আল্লাহরে মহব্বতের একটি স্থায়ী স্মারক। যার ভিত্তি হলো "ঈমান" বা বিশ্বাস।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সামান্য সময় লাগে। নামাযে রয়েছে কোরআন তেলাওয়াত, দোওয়া, আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদি কর্ম। নামাযের প্রস্তুতির জন্য একজন মুসলমান অযু করে পাক হতে হয়। আর ওযু হলো পাক হওয়ার নিয়ত করে হাত মুখ পাঁ ইত্যাদি ধৌত করা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, এগুলো হলো- "ফজর" "যোহর" "আছর" "মাগরিব" ও ইশা।

৩. যাকাত

প্রতিটি মুসলমান যার নিকট নির্দিষ্ট মাত্রার সম্পদ রয়েছে তার উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে।

সাধারণত: যার উপর যাকাত ফরয হবে সে বার্ষিক শতকরা আড়াই ভাগ সম্পদ বা সমপরিমাণ অর্থ গরীব মিসকীনকে দিতে হবে। যাকাত সম্পদকে পাক করে দেয়। এবং এতে ধনী-গরীবের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হয়। যার ফলে সবাই উপকৃত হয় এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হয়।

৪. রোযা

প্রত্যেক বৎসর রমজান মাসে মুসলমানের উপর রোযা রাখা ফরয। রোযা হচ্ছে সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ ফজর নামাজের পূর্ব থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত) আল্লাহর রাজীর উদ্দেশ্যে রোযার নিয়ত করে আহার, পানীয় ও যৌন চাহিদা থেকে বিরত থাকা।

রোযা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, ধৈর্য্য, আত্ম নিয়ন্ত্রণ এবং অনেক শারিরীক সুফল বয়ে আনে ।

রমযান হচ্ছে ইসলামিক (ক্যালেন্ডারের) বৎসরের নবম মাস।

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

৫. হজ্ব

(সৌদি আরবের) পবিত্র মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে জীবনে একবার হজ্ব পালন করা শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম মানুষের উপর ফরয।

ইসলামিক বৎসরের জিলহজ্জ মাসে প্রত্যেক বৎসরে হজ্ব অনুষ্ঠিত হয়। তখন হজের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা আল্লাহর উপাসনায় সমবেত হয়। যা মুসলমানদের ঐক্যের এক উদাহরণ। এই মহা পবিত্র পূন্যস্থান সফরের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। যেমন আত্মত্যাগ, সফর, বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থনা এবং কোরবাণী ও হজ্বের অভিজ্ঞতা। ইহা একজনের জীবনে কৃতজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল এবং বিনয়ী হয়ে উঠার শিক্ষা দেয়।

হজ্বের সময় সকল হজ্বযাত্রীরা একই সাদা পোষাক অর্থাৎ ইহরামের কাপড় ব্যবহার করে যা মানুষের মধ্যে শ্রেণী ও সংস্কৃতির ব্যবধানকে দূরে ঠেলে দেয় এবং সকলকে সমান মর্যাদায় আল্লাহর সামনে দাঁড় করায়।

ইবাদাতের অর্থ

সকল কাজ বা আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা।

ইসলামে ইবাদাতের ধারণা শুধু পাঁচ ভিত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইবাদাত হচ্ছে সকল কাজ (এবাদত) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। আল্লাহর নির্দেশিত পথে দৈনন্দিন সকল কাজই ইবাদাতের অংশ, যদি তাহা আন্তরিকতার সাথে করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাসি মুখে কথা বলা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা কাউকে সাহায্য করা, আমানতদার হওয়া, এমনকি রাস্তার আবর্জনা পরিস্কার করা উল্লেখযোগ্য। যদি তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ কারো প্রার্থনা বা ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নয়। বরং আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং তা আমাদের কল্যাণের জন্যই ।

উপসংহার

উপরে উল্লেখিত ঈমান সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং ইবাদাতের নিয়মাবলীই হচ্ছে ইসলামের মর্ম কথা।

ইসলাম ও ঈমানের মুল বিষয়গুলি পালন করার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ হয়। ইসলাম হচ্ছে বাস্তব এবং যৌক্তিক জীবন যাপন পদ্ধতি। উপরন্তু, এটা একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবন পদ্ধতি। যা চিরস্থায়ী বেহেস্ত লাভ করার একমাত্র পথ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন; যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের উত্তম পুরুস্কার দেব যা তারা করত। (ছুরা-নাহাল, আয়াত নং ৯৭)

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম

BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

جمعية دار البر
Dar Al Ber Society
www.daralber.ae

الإمارات
THE EMIRATES

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

تصريح رقم: (2017/139)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

এই বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন মাবুদ আছেন? উত্তর হলো "না"

এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বের অনেক যুক্তিসঙ্গত প্রমান রয়েছে। নিম্নে তিনটি যুক্তিসঙ্গত প্রমান উপস্থাপন করা হলো।

১. সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা বা পদ্ধতি

মনে করুন সাগর পাড়ে হাটছেন এবং সেখানে বালুতে একটি ঘড়ি পেয়ে গেলেন। আপনি কি মনে করবেন যে ঘড়িটি নিজ নিজেই তৈরি হয়ে সেখানে পড়ে আছে? আপনি তখন এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই নেবেন না যে ঘড়িটি বালি থেকে আপনা আপনি তৈরি হয়েছে। কোন বস্তুই ভূগর্ভ থেকে আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে না। নিশ্চয়ই ঘড়িটির একজন উৎপাদক আছে। এবং ঘড়িটি বানানোর পিছনে এক উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলো সঠিক সময় জানিয়ে দেয়া। আর ঘড়ির প্রস্তুতকারক এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। তাই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক আকস্মিকভাবে কোন ঘটনায় একটি চলমান ঘড়ি নিজ নিজেই তৈরি হওয়া কখনও সম্ভব নয়।

বিশ্ব ভ্রম্বান্ডের কথা ভাবুন। সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের ঘূর্ণন কত সঠিক ও নিখুত, যে কারণে বিজ্ঞানীরা আগাম সূর্য উঠা এবং সূর্যাস্থের সময় নির্ধারন করতে পারেন। তাহলে যেমনিভাবে উপরক্ত ঘড়ির উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, নিশ্চয় ঘড়ির একজন সু-দক্ষ নির্মানকর্তা বা প্রস্তুতকারক রয়েছে। যার কারণে ঘড়ি ঠিকভাবে সময় জানিয়ে দিতেছে। তেমনিভাবে এই ভ্রম্বান্ডের এবং বিশ্বজগতের একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তিনি সব কিছুই জানেন শুনেন। (তিনিই হলেন আল্লাহ)। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে, এই সব কিছু নিজ নিজেই ঘটছে ? (কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া)।

তেমনিভাবে যদি আমরা আমাদের শরীরের ভিতরের সিস্টেম বা পদ্ধতি সমুহের প্রতি লক্ষ করি এবং এই পৃথিবীর পরিচালনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, সব কিছুই এক নিয়মিত পদ্ধতির মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পরিচালনা করছেন একমাত্র এক "আল্লাহ" যিনি সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বজগত এবং ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন করেছেন।

বিশ্বজগতের সূচনা

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব জগতের একটা সূচনা রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে এই জগত সম্প্রসারিত হচ্ছে, যদি সময় বা কাল পিছনের দিকে ফেরত যায়, তবে বিশ্বজগত আবার ফেরত যাবে যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে। তাই জগতের উৎপত্তি বা সুচনার তিনটি সম্ভাব্য ব্যখ্যা দেখা যায়।

১। বিশ্বভ্রম্মান্ড শূণ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

২। বিশ্ব ভ্রম্মান্ড নিজ থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

৩। বিশ্ব ভ্রম্মান্ড সৃষ্ট।

প্রথম ব্যখ্যার উত্তর হলো: মানুষের অভিজ্ঞতা বলে দেয় যে কোন সৃষ্টি যার একটি সূচনা আছে তা কোনভাবেই শূন্য থেকে আসতে পারেনা।

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد صلى الله عليه وسلم FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণ যুক্তি হলো কোন অস্থিত্ব ছাড়া কোন কিছুই ঘটতে পারে না।

এরপর আসে তৃতীয় ব্যাখ্যা যা খুবই যুক্তিযুক্ত, আর তা হলো নিশ্চয়ই এই বিশ্বজগত সৃষ্টির পিছনে একজন সর্বোচ্চ বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টা রয়েছেন যিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর হলো স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক হতে পারেনা। স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। তিনি (আল্লাহ) যদি সৃষ্টির মত হতেন তাহলে তারও একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হতো এইভাবে শুধু অনিঃশেষ স্রষ্টার প্রয়োজন হতো যা অসম্ভব। তিনি (স্রষ্টা) সময় এবং জগতের জড়বস্তুর উর্দ্ধে। অতএব এই প্রশ্ন অযৌক্তিক যে, স্রষ্টার (আল্লাহর) স্রষ্টা কে।

> *আল্লাহ মানুষের হেদায়াত বা পথ-নির্দেশক হিসেবে কিতাব (কোরআন) নাজেল করেছেন যা আল্লাহর অস্তিতের পক্ষে পরিস্কার প্রমান স্বরূপ।*

স্রষ্টার পক্ষ হতে অবতীর্ণ বাণী

ইসলামের গ্রন্থ হলো "কোরআন" আর তাহলো আল্লাহর বাণী। তা বুঝার জন্য নিম্নে সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যা দেয়া হলো।

* চৌদ্দশত বছর আগে কোরআন নাযিল হয়েছে। যাতে অনেক বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে যা তখনকার মানুষ জানত না, যা শুধু সাম্প্রতিক কালে সমসাময়িক বিজ্ঞানের আবিষ্কারেরই ফসল। উদাহরণস্বরূপ পানি যা সকল জীবিত প্রাণির উৎস (ছুরা-আম্বিয়া২১:৩০), জগতের সম্প্রসারণ (ছুরা-আযযারিযাত-৫১:৪৭) এবং সূর্য এবং চাঁদের আপন আপন কক্ষ পথে পরিক্রমন। (ছুরা-আম্বিয়া ২১:৩৩)

* কোরআনে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে যা তখনকার মানুষ জানত না এবং অনুরূপভাবে অনেক ভবিষ্যতবাণী যা বর্তমানযুগে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।

* কোরআন যেকোন ভূলভ্রান্তি এবং মতপার্থক্যের উর্দ্ধে।

* কোরআন মূল ভাষা আরবীতে আবির্ভূত হবার পর থেকে এর প্রতিটি অক্ষর হুবহু সংরক্ষিত। অথচ অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ তার আসল আকারে নাই।

* কোরআনের সহজ, বিশুদ্ধ ও বিশ্বজনীন বাণীগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসেরই পরিচায়ক।

* কোরআন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি নাযিল হয়। তিনি (মুহাম্মদ সাঃ) ছিলেন নিরক্ষর। অথচ কোরআনে রয়েছে অনন্য এক ভাষারীতি ও আরবী ভাষা শৈলী যা এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। (ইহা কি একথার প্রমাণ নয় যে, ইহা একমাত্র আল্লাহর বাণী যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাজেল হয়েছে।

> *কোরআনে বর্ণিত অনন্য ও অলৌকিক বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা আমাদেরকে বলে দেয় যে, ইহা একমাত্র খোদা প্রদত্ত।*

আল্লাহ কে ?

"আল্লাহ" হচ্ছে প্রকৃত প্রভুর নিজস্ব নাম। এই নাম তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কাহারও হতেই পারেনা। আর এই শব্দটির বহু বচনও হয়না বা স্ত্রীলিঙ্গও হয়না। (অথচ "ইলাহ" শব্দটি ইংরেজীতে বলা হয় "God" যা বহুবচনও হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গও হয় যেমন gods/ goddess

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

"আল্লাহ" নামের অনন্য ব্যবহারের মধ্যেই আল্লাহর একাত্ববাদের নিদর্শন নিহিত, যার প্রতি ইসলাম এত গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামের মূল সৌন্দর্য্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম আল্লাহর বড়ত্ব, গুন, প্রশংসা, পরিপূর্ণতা এবং অনন্যতাকে আপোষহীনভাবে গ্রহণ করেছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে আল্লাহর এই গুণাবলীর পরিচয় পরিষ্ফুট।

আল্লাহ এক এবং অনন্য

* আল্লাহর কোন অংশীদার, সমকক্ষ কিংবা বিপক্ষ নেই।
* আল্লাহর কোন পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা বা স্ত্রী নেই।
* আল্লাহ এক, একমাত্র তিনিই এবাদতের উপযুক্ত।
* যদি একের অধিক আল্লাহ থাকতেন তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরোধিতা প্রতিযোগ বিরোধিতা অবশ্যই দেখা দিত।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন "তোমাদের উপাস্য বা মাবুদ কেবল একজনই তিনি হলেন "আল্লাহ" তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। (ছুরা বাকারা-১৬৪)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

* সবকিছুর উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা বিদ্যমান।
* সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অধীন এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল।
* আল্লাহর প্রতি আনুগত্য তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেনা, কিংবা তাঁর প্রতি অনানুগত্য তাঁর ক্ষমতায় হ্রাস ঘটাবে না। (অর্থাৎ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয়। সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ সবার উপরে

* আল্লাহ মহান যার উপর আর কোন মহান নাই। আর তার কোন তুল্য নাই।
* আল্লাহর গুনাবলী তাঁর সৃষ্টির গুনাবলীর অনুরূপ নয়।
* পরিপূর্ণ গুনাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্যই। মনুষ্য সীমাবদ্ধতা তাঁর নেই। তিনি সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে।

আল্লাহ ন্যায় বিচারক এবং করুণাময়

* আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের উপর ভিত্তি করে বিচার করবেন এবং প্রত্যেক তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী।
* মানুষ একমাত্র ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে। জাত বা সম্পদ দ্বারা নয়।

CONTENTS

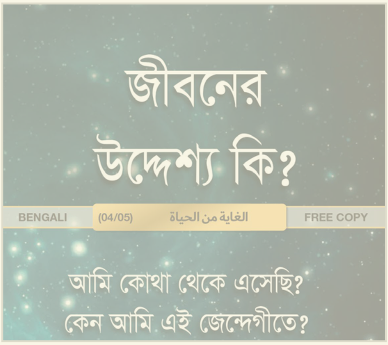

যিশু (ঈসা আঃ) সম্পর্কে

ইসলামে আল্লাহর ধারণা নিয়ে আলোচনার সময় যিশু অর্থাৎ ঈসা আঃ এর অবস্থান নিয়ে আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ঈসা (আঃ) এর ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও দাবী রয়েছে।

কিছু খ্রিষ্টান দাবী করে যে, যিশুই আল্লাহ অথবা তিনের এক, তিনি ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর দেহ ধারন করেছেন। আর তিনিই আল্লাহ (মানবরুপে)।

অথচ খ্রিষ্টানদের পবিত্র কিতাব বাইবেলের মতে যিশু (অন্নান্য মানুষের মত) জন্ম গ্রহন করেছেন। খাওয়া দাওয়া করতেন। নিদ্রা যাইতেন, প্রার্থনা করতেন এবং সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন।

এ সকল কোন গুনই স্রষ্টার সাথে মানানসই নয়। আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ গুনাবলীর মালিক। আর মানুষ বা সৃষ্টি ঠিক তার বিপরীত। তাই পরস্পর বিপরীত দুটি সত্বা কেমন করে এক হতে পারে ? এটা কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়।

অন্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আল্লাহ যখন সব কিছুই করতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষের রুপ কেন ধারন করেন না?

এর উত্তর হলো আল্লাহ মানবীয় গুনাবলীর উর্ধ্বে। তিনি (আল্লাহ) যদি মানুষের রুপ ধারন করেন। তাহলে সৃষ্টি আর স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়?

অথচ বাইবেলের অনেক আয়াতেই দেখা যায় যে, যিশু নিজেই বলেন যে, আমি আল্লাহর বান্দা। যেমন-বাইবেলের ৪০/৪ নং আয়াতে।

আবার কিছু খ্রিষ্টান দাবী করেন যে, যিশু হলেন আল্লাহর পুত্র। তাহলে আমরা আমাদের নিজেকেই জিজ্ঞেস করি যে, আল্লাহ কি মানুষের মত দেহ বিশিষ্ট কোন সত্বা ? যে মানুষের মত তার পুত্র আছে? তাহলে সৃষ্টি আর স্রষ্টার পার্থক্য রইলো কোথায়?

এখানে প্রকাশ থাকে যে, "আল্লাহর পুত্র" শব্দটি কখনও কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার দেখা যায়। তার উত্তর হলো এই কথাটি পুরানো বাইবেলের ভাষায় নেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। যেমন দাউদ, সোলায়মান, ইসরাইলের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র যিশুর ক্ষেত্রে নয়।

আল্লাহ বলেন - আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহন করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা। (ছুরা-মারয়াম-৩৫)

উদাহরন স্বরুপ এক্সোডাস ০৪:২২ নং আয়াতে আছে "ইসরাইল আমার প্রথম পুত্র"।

ইসলামের দৃষ্টিতে যিশু (ঈসা) হলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী। তিনি একমাত্র এক আল্লাহর এবাদত করতেন এবং মানবজাতীকে এক আল্লাহর এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিতেন। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

একমাত্র আল্লাহই এবাদতের উপযুক্ত

আল্লাহ বলেন - একমাত্র আল্লাহর উপাসনা কর, যার কোন শরীক নেই।
ছুরা-আননিসা - ৪:৩৬

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

সলামের শিক্ষা হলো যে, সকল প্রার্থনা এবাদত উপাসনা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া ন্য আর কিছুই উপাসনার উপযুক্ত নয়। (মুর্তি, কবর, চন্দ্র, সুর্য, পশু-পাখি নবী-রাসুল,ওলী, জুর্গ, আলেম-ওলামা ফেরেস্তা এসব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, অপরিপুর্ণ, অসহায় ও সীমিত।) কমাত্র আল্লাহই পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান (তাই একমাত্র তিনিই এবাদতের উপযুক্ত।)

এবাদত প্রার্থনা সরাসরি আল্লাহর নিকট করিবে। কোন মাধ্যম বা সুপারিশের প্রয়োজন নাই।

াল্লাহর কোন শরীক কিংবা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কাছে প্রত্যেকেই সরাসরি প্রার্থনা রতে পারে। তিনি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর কথা শুনেন। আল্লাহর এবাদতে কোন মাধ্যম লত্তয়া যেমন মূর্তি বা অন্যকোন মাধ্যম) এর অর্থ হলো আল্লাহর একাত্ব এবং ইসলামের মুল ভিত্তিকে বংশ করে দেয়া।

সমস্ত নবীগণ একমাত্র এক আল্লাহর এবাদতের প্রতি আহবান করেছেন।

াল্লাহ বলেন-আমি প্রত্যেক উম্মতের প্রতি রাসুল প্রেরন করেছি। এইমর্মে যে, তোমরা াল্লাহর এবাদত কর এবং বিপথে পরিচালনাকারী "তাগুত"থেকে দুওে থাক,ও বর্জন কর। ছুরা-নাহল-৩৬)

সলমানরা "আদম,নূহ,ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ) সহ আল্লাহ প্রেরিত সকল নবীগণের পর ঈমান (বিশ্বাস) রাখে। তারা সকলেই একই বাণী নিয়ে এসছেন আর তাহলো।

তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নাই।

আল্লাহর এবাদতই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ই জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহর এবাদত এবং আল্লাহর মহাত্বকে মেনে নেয়া ার তার রেজামন্দী তালাশ করা। ইসলামে আল্লাহর এবাদত শুধু নামাজ, রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ য় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাবতীয় কর্ম যেমন উত্তম ব্যবহার, সততা, ধর্যশীল হওয়া বং অভাব গ্রস্থদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

রিশেষে সংক্ষেপ কথা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর একাত্ব এবং নন্যতার উপর বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা, যিনি সকল গুণে পরিপূর্ণ একমাত্র তনিই উপাস্য এবং এতে রয়েছে আমাদের পার্থিব জীবন ও পরকালের সাফল্য লুকায়িত।

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد عليه الصلاة والسلام FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

BENGALI | (03/05) | النبي محمد عليه الصلاة والسلام | FREE COPY

এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

جمعية دار البر
Dar Al Ber Society
www.daralber.ae

الإمارات
THE EMIRATES

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

تصريح رقم:
(2017/139)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

CONTENTS

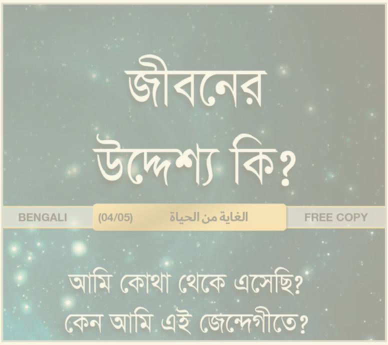

কে এই মুহাম্মদ (সাঃ)?

> *আল্লাহ বলেন- যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে, তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ বা নমুনা রয়েছে।*
> *সূরা আহজাব নং ২১*

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মুহম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন নবীকূলের মধ্যে শেষ নবী, যাদেরকে মানুষের হেদায়েতের জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ইবাদাতের দিকে আহবান করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সকল নবীদের মধ্যে আদম, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সুলাইমান এবং ঈসা (আঃ) উল্লেখযোগ্য।

আর মুসলমানরা ঈমান রাখে যে, মুসা (আঃ) এর প্রতি তাওরাত এবং ঈসা (আঃ) এর প্রতি ইন্‌জিল নাজেল করা হয়েছে। তেমনিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে পবিত্র কুরআন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার দ্বারা তিনি লোকদের কাছে এর বাণীগুলো বিবৃত (বয়ান) করে দেন যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করে।

নবী (সাঃ) এর স্ত্রী মুসলমানদের "মা" হযরত আয়েশাকে একবার নবী (সাঃ) এর জীবন চরিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা-হলে, তিনি জবাবে বলেছিলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন এক জীবন্ত কুরআন। এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের যাবতীয় শিক্ষা তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত। আমরা এখানে এটাই বুজাতে চেষ্টা করবো যে, কিভাবে তিনি (মুহাম্মদ সাঃ) কুরআনের মহৎ শিক্ষাকে নিজের কর্মে পরিণত করেছিলেন।

দয়ালু নবী (সাঃ)

> *আল্লাহ বলেন- আমি আপনাকে (মুহাম্মদ সাঃ) বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"*
> *সূরা আম্বিয়া-১০৭*

নবী করীম (সাঃ) মানুষকে শুধু নামাজ রোজার দিকে ডাকেন নাই বরং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে একজনের আমল দেখে অন্যরাও প্রভাবিত হয় এবং সকলের জীবন সুন্দর হয়। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

নবী করীম (সাঃ) এর বাণীর মাধ্যমে দেখা যায় "ঈমান" ও "আমলের" গভীর সম্পর্ক ও তাগিদ। যেমন তিনি (সাঃ) বলেন-"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়। অনুরূপভাবে যে আল্লাহকে এবং আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান ও খেদমত করে। আর যে আল্লাহকে এবং আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। সহীহ বোখারী ৬০১৮

শেষ নবী (সাঃ) মানুষকে ক্ষমা করা এবং পরস্পরকে সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বলেন-"যে অন্যকে দয়া করবে না, তাকে ও দয়া করা হবে না। সহীহ বোখারী ৫৯৯৭

অন্য আর এক হাদীসে আছে যে, হযরতের কিছু সাহাবা নবী (সাঃ) কে অনুরোধ করলো যাতে তিনি (নবী সাঃ) মুশরিকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন: জবাবে নবী (সাঃ) বললেন "আমাকে অভিশাপ দাতা হিসাবে প্রেরণ করা হয় নাই বরং রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে" মুসলিম ৫৯৯

ক্ষমাশীলতা

নবী (সাঃ) ছিলেন উত্তম ক্ষমাশীল এবং দয়াবান, কেউ যদি তাঁকে কষ্ট দিতেন, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। তাঁকে যতই কষ্ট দিত, তিনি তার চেয়েও বেশি ধর্যধরতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং ক্ষমাশীল। শক্তি ও প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ নিতেন না।

আল্লাহ বলেন-"তাদেরকে ক্ষমা কর এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা কর, তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরমকরুনাময় দয়ালু" সূরা নূর-২৩

মুহাম্মদ (সাঃ) ক্ষমার এক অনন্য দৃষ্টান্ত এবং দয়ার স্রেষ্ঠ উদাহরণ, নিচে এ ব্যাপারে কোরআনের কয়েকটি বাণী উদৃত করা হল।

আল্লাহ বলেন "হে মুহাম্মদ ক্ষমাশীল হও ও সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মুর্খ জাহেলদের থেকে দূরে থাক"। (সূরা আ'রাফ.২০০)

সমতা

নিম্নে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাঃ) মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান।

নবী (সাঃ) বলেছেন-প্রত্যেক মানুষ আদম থেকে সৃষ্ট এবং আদম মাটি থেকে তৈরী। আরব আজমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তেমনি সাদা কালোর মধ্যেও কোন ব্যবধান নেই, ব্যবধান শুধু ধর্মানুভূতি ও খোদাভীরুর ক্ষেত্রে। আহমদ ২৩৪৮৯

আল্লাহ তায়ালা বলেন-"বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই বেশী সম্মানিত (সম্ভ্রান্ত) যে সবচেয়ে খোদাভীরু।" হুজরাত ১৪

নবী (সাঃ) আরোও বলেন- "আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং সম্পদ দেখে বিচার করবেন না, তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের কর্ম" মুসলিম ২৫৬৪

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

CONTENTS

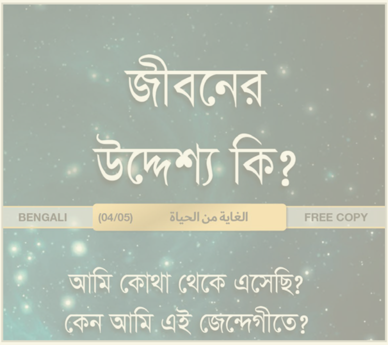

নবী (সাঃ)এর একজন সাহাবা একবার আরেকজন সাহাবাকে অনুচিত ভাষায় ডাকলো অর্থাৎ বললো হে কালো মহিলার সন্তান। এতে নবী (সাঃ) খুবই রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি কি তার মায়ের কালো রঙ্গের জন্য ভৎসনা করছ? তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের (মুর্খতার) চিহ্ন রয়ে গেছে ।সহীহ বোখারী ৩০

সহিষ্ণুতা (ক্ষমা)

নবী (সাঃ) কখনো মন্দ আচরনের উত্তরে মন্দ আচরন করতেননা বরং ক্ষমা করে দিতেন ও দয়া করতেন। বোখারী-৪৮৩৮

এভাবেই শেষ নবী (সাঃ) ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং ভালো মন্দের জবাব দিতেন।

আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ) কে বলেন “ভালো ও মন্দ সমান নয়, উত্তরে তাই বলুন যা উত্তম অর্থাৎ (মন্দের উত্তরে উত্তম আচরণ করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু” সূরা ফুচ্চিলাত-৩৪

ইসলামিক অনেক সূত্র থেকে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, নবী (সাঃ) এর প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ক্ষতিকারকদের ক্ষেত্রে তা করেননি।

যেকোন বলা মুছিবতের অবস্থায় নবী (সাঃ) মানুষকে ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন। নবী (সাঃ) বলেন-সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে মানুষের উপর চড়াও হয় বরং সেই শক্তিশালী যে আক্রোশের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আল বোখারী-৬১১৪

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা চর্চার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম নিষ্ক্রিয় বা অক্ষম থাকবে এবং আক্রান্ত হলে নিজেকে রক্ষা করবেনা। নবী (সাঃ) বলেছেন “শত্রুর মুখোমুখি হবে এমনটি আশা করো না, তবে তুমি যখন শত্রুর মুখোমুখি হও তখন ধৈর্য ধারণ করবে এবং নিজেকে রক্ষা করর চেষ্টা করবে। সহীহ বোখারী - ২৯৬৬

ভদ্রতা ও নম্রতা

হযরতের এক সাহাবী যিনি ১০ বৎসর হযরতের খেদমত করেছেন তিনি বলেন নবী (সাঃ) সর্বদা তার সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতেন। তিনি বলেন আমি কোন কাজ করলে একথা বলতেননা যে, কেনো করেছ? আর কোন কাজ না করলে একথাও বলতেননা যে, কেনো করনাই? আহমদ-১১২৭৮৪

আল্লাহ বলেন-”আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি নম্র কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেতো। ছুরা আল-ইমরান-১৫৯

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

কোন এক ঘটনায় নবী (সাঃ) এর জনৈকা স্ত্রী কোন একজনের সাথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তখন নবী (সাঃ) তাঁকে এ মর্মে উপদেশ দেন যে, হে আয়েশা নম্র এবং শান্ত হও, কেননা আল্লাহ নম্র, তাই সকল ক্ষেত্রে নম্রতা পছন্দ করেন। সহীহ বোখারী ৬০২৪

আল্লাহ তায়ালা বলেন আল্লাহর সঠিক বান্দা তারাই যারা ভূপৃষ্ঠে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলে। এবং অজ্ঞ বা মুর্খ লোকেরা যখন কথা বলে তখন তার উত্তরে তারা বলে সালাম। (অর্থাৎ মুর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তা গ্রহন করে।) আল ফুরকান-৬৩

তিনি আরো বলেন, নম্রতার মধ্যেই সৌন্দর্য নিহিত, আর যখন নম্রতা থকবেনা তখন সেই সৌন্দর্য উধাও হয়ে যাবে। মুসলিম ২৪৯৪

বিনয়

নবী (সাঃ) সব সময় মানুষকে তাঁর উপস্থিতিতে (সম্মানের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে যেতে নিষেধ করতেন। তিনি কোন সমাবেশে গেলে যেখানেই জায়গা পেতেন বসে যেতেন। তিনি কখনও এমন পোষাক পরতেননা যা তাঁকে সাহাবাদের থেকে আলাদা কিংবা উচ্চতর পর্যায়ে দেখায়। তিনি গরীব দুঃখীদের সাথে অনায়াসে মিশতেন। তিনি বৃদ্ধদের সাথে বসতেন এবং বিধবাদের সমবেদনা জানাতেন ও সাহায্য করতেন। যারা তাঁকে চিনতনা তারা তাঁকে অন্যের থেকে আলাদা করতে পারত না, যখন তিনি লোকদের মধ্যে হতেন।

নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন- আল্লাহ আমাকে নম্রতার শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে কেউ কাহারও উপর বড়াই তাকাব্বুরী না করে এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যাচার না করে। মুসলিম ২৮৬৫

তিনি (সাঃ) আরো বলেন - খ্রিষ্টানরা ঈসা (আঃ) এর প্রশংসায় যেমনিভাবে সীমা অতিক্রম করেছে তেমনিভাবে তোমরা আমার প্রশংসায় সীমা অতিক্রম করোনা। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং আমার ব্যাপারে শুধু এটাই বলবে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল। সহীহ বোখারী ৩৪৪৫

আদর্শ স্বামী

নবী (সাঃ) এর পরম প্রিয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন তিনি (সাঃ) গৃহে পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন, সিলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন অর্থাৎ গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করতেন। আহমদ ২৫৩৪

আল্লাহ বলেন "এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে আন্তরিকতা ও শান্তিতে জীবন-যাপন কর। আন-নিসা-১৯

CONTENTS

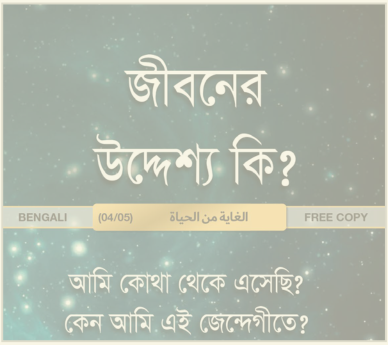

আর এমন নয় যে, তিনি নিজেই শুধু পরিবারের প্রতি দয়ালু বা সহায়ক ছিলেন বরং তার সংগী ছাহাবাদেরকেও এ ধরনের হতে নসীহত ও পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন-ঈমানদারদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা নৈতিকভাবে উত্তম ও তাদের স্ত্রীদের প্রতি উদার আহমদ - ২৪২০৪

আদর্শ উদাহরন

আল্লাহ বলেন- "মুহাম্মদ (সাঃ) মহান চরিত্রের অধিকারী"। আল ক্বলম ৬৮

উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাচারের একটি আভাস মাত্র।

ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি আমরা ইসলামকে জানতে ও বুজতে চাই, তাহলে আমাদেরকে ইসলামের মূল সূত্র অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস থেকেই জানতে ও বুজতে হবে। কতিপয় বিপথগামী মুসলমানের ব্যখ্যা থেকে নয়।

নবী (সাঃ) সম্পর্কে অমুসলিমদের মন্তব্য

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বড় নেতা মহাত্মাগান্ধীর মন্তব্য- মুহাম্মদ সা: এর সরলতা, দৃঢ়তা, সততা, এবং ওয়াদা পালন, অনুসারীদের প্রতি একান্ত মনোযোগ, নির্ভীকতা, দুঃসাহস, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এ সমস্ত বৈশিষ্ট ও গুণের কারণেই তিনি (সাঃ) সকল বাধা কেটে জয়লাভ করতে সামর্থ হয়েছে। তলোয়ারের জোরে নয়।

বৃটিশ উপন্যাসিক জর্জ বার্ণডশ বলেছেন, বর্তমান যুগে এই পৃথিবীতে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো একজন মানুষের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মাবলম্বীরা তাদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীর কারণে তাঁকে খৃষ্টান ধর্মের শত্রু বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু এই মানুষটির জীবনী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমি তাঁকে একজন বিষ্ময়কর ও অলৌকিক ব্যক্তি হিসাবে পেয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তিনি কখনও খ্রিষ্টানদের শত্রু নন বরং বলা যাবে তিনি মানবতার ত্রানকর্তা বা উদ্ধারকারী। আমার মতে, যদি এই যুগে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তার হাতে হতো। তাহলে এই বিশ্বে সকল সমস্যার সমাধানসহ সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হতো।

HOTLINE
+971 56 204 2045
islamicicdxb
islamicic.com
info@islamicic.com
+971 4 355 5223
DOWNLOAD BENGALI FLYERS
www.iicdxb.com/bengali

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি?
কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY

আমি কোথা থেকে এসেছি?
কেন আমি এই জেন্দেগীতে?
আর মৃত্যুর পর আমি
কোথায় যাবো।

جمعية دار البر
Dar Al Ber Society
www.daralber.ae

الإمارات
THE EMIRATES

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

تصريح رقم:
(2017/139)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

আমাদের এই জীবনের উদ্দেশ্যের কথা মনে হলে উপরের প্রথম প্রশ্নটি মনে আসে- যে, আমরা কোথায় থেকে এসেছি?

এখানে প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি এই পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে কোন স্রষ্টা ছাড়া অপরিকল্পিতভাবে এসেছি না আমাদের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক মহান স্রষ্টা? এক স্রষ্টার অস্তিত্বের উপস্থিতির বিশ্বাসই একমাত্র প্রথম পদক্ষেপ, আমাদের জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য বুঝার জন্য। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার পিছনে অনেক যুক্তিসংগত প্রমান রয়েছে। নিচে সংক্ষেপে তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করা হল।

বিশ্বজগতের সূচনা পর্ব

স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাস বিশ্ব জগতের উৎপত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মনে করুন, আপনি একটি মরুভূমিতে হাটতে গিয়ে একটি ঘড়ি পেয়ে গেলেন। আমরা জানি ঘড়ি গ্লাস, প্লাস্টিক এবং ধাতু বা খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরী। গ্লাস আসে বালু থেকে, প্লাস্টিক পেট্রোল বা তেল থেকে এবং খনিজ পদার্থ জমি খনন করে পাওয়া যায়। এসব উপাদানের সবগুলোই মরুভূমিতে পাওয়া যায়। তাই কি আপনি বিশ্বাস করবনে যে, ঘড়িটি নিজ নিজেই অপরিকল্পিতভাবে তৈরী হয়ে পড়ে আছে? লক্ষ বছর ধরে সূর্যের আলো, বাতাস, ভূপৃষ্ঠে তেলের উদগীরন এবং বালু ও পদার্থের সাথে সংমিশ্রণে ঘড়িটি হঠাৎ করে নিজ নিজেই তৈরী হয়েছে এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

মানুষের অভিজ্ঞতা এবং অতি সাধারণ যুক্তি থেকে বলা যায় যে, প্রতিটি বস্তু যার একটি সূচনা আছে তা শূণ্য থেকে আসতে পারে না। নিজ নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক ব্যখ্যা হচ্ছে যে, একটি পরম সত্ত্বা এই জগত সৃষ্টি করেছেন। এই সত্বা অবশ্যই খুবই শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। যিনি জগতের স্রষ্টা তিনিই হলেন "আল্লাহ" আমরা আরো যুক্তি দিয়ে বলতে পারি যে, এই স্রষ্টা স্থান কাল ও কানুনের উর্ধে। কেননা স্থান কাল, জগৎ সৃষ্টির সূচনালগ্নেই সৃষ্ট। এসব ধারনাই আমাদেরকে স্রষ্টার অস্থিত্বের ব্যাপারে মৌলিক ধারণা দেয়।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর হলো - আল্লাহ বা স্রষ্টা হলেন চিরন্তন, যিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকরবন। অতএব "স্রষ্টার" স্রষ্টা "কে" এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক।

আধুনিক বিজ্ঞানও এ কথায় একমত যে, বিশ্ব জগত সীমাবদ্ধ এবং এর একটি সূচনা রয়েছে।

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

বিশ্বজগতের সৃষ্টির পরিপূর্ণতা

স্রষ্টার অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ হল এই জটিল জগতের ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার পূর্ণতা।

এই জগতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই জগতকে বস-বাসের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। যেমন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, ভূপৃষ্টের শক্ত আবরণ, পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি ও বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতির মাত্রা। যদি বিদ্যমান এই অবস্থার পরিমান বা মাত্রার মধ্যে একটুও বেশ-কম হয় তাহলে এই জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা।

যেমনিভাবে ঘড়ির বিচক্ষণ নির্মাতা ঘড়িতে সঠিক সময় নিশ্চিত করেছেন, তেমনিভাবে ভূমন্ডলের মহান বিচক্ষণ স্রষ্টাও সূর্যের চারদিকে সঠিকভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে নিশ্চিত করেছেন। এটাকি আপনা আপনিই ঘটতে পারে?

আমরা আমাদের নিজের প্রতি ও বিশ্ব জগতের এই সু-শৃঙ্খলা বা সিস্টেমের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে এটা কি যৌক্তিক মনে হয়না যে, অবশ্যই এর পিছনে রয়েছেন এক মহান সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা বা সংগঠক। যিনি এই সু-শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। আর তিনিই হলেন ''আল্লাহ'' একমাত্র তিনিই এসব সৃষ্টি ও সংগঠন করেছেন।

আল্লাহর বাণী

আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে তৃতীয় প্রমান হল তিনি (আল্লাহ) মানবজাতির কল্যাণের জন্য কুরআন প্রেরণ করেছেন। এটা বিভিন্নভাবে পরিস্কার যে, ইসলামের এ মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর বাণী। এর স্বপক্ষে কিছু যুক্তি নিচে দেয়া হল।

পথনির্দেশনার বাণী সম্বলিত গ্রন্থ এই কুরআনের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়।

আল্লাহর অস্তিতের তৃতীয় প্রমানটি হলো "ওহী" বা "ঐশীবাণী" যা মানবজাতির প্রতি আল্লাহ প্রেরণ করেছেন, তার অস্তিত্বের আলামত বা প্রমান স্বরুপ। কোরআন হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর বাণী ও ইসলাম ধর্মের মহাগ্রন্থ। এর স্বপক্ষে নিম্নে কিছু যুক্তি দেয়া হলো।

* প্রায় চৌদ্দশত বছরের আগে এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই মহাগ্রন্থে রয়েছে বহু বিজ্ঞানসম্মত তথ্য যা তখনকার মানুষের অজানা ছিল এবং যা সম্প্রতিকালে আবিস্কার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় (১) জীবন্ত সবকিছুর উৎস হচ্ছে পানি (ছুরা-আম্বিয়া ২১.৩০) (২) বিশ্বজগতের সম্প্রসারণ (ছুরা-আজ-জারিয়াত- ৫১.৪৭) এবং চন্দ্র সূর্যের নিজস্ব কক্ষপথ (ছুরা-আম্বিয়া ২১.৩৩)

* কুরআনে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য যা তখনকার মানুষের অজানা ছিল অনুরুপভাবে অনেক ভবিষ্যৎবাণী যা পরবর্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।

CONTENTS

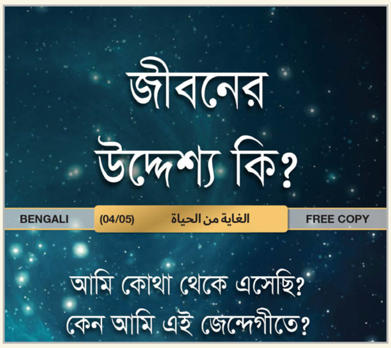

* ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়া এই কোরআনের বিষয় গুলো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও মতবিরোধমুক্ত। আর তাতে সর্ব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
* কোরআনের প্রতিটি শব্দ খাঁটি আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি পূর্ণভাবে সংরক্ষিত, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের নেই। অন্যান্ন ধর্মগ্রন্থগুলো এখন মূল রূপে নেই।
* কোরআনে রয়েছে সঠিক ও পরিস্কার বিশ্বজনীন বাণী যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসকে নাড়া দেয় বা দৃড় করে।
* মানুষের উপর এই কোরআনের গভীর প্রভাব রয়েছে-কিন্তু তাহা একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারবে, যাদের দিল জীবিত।

কোরআনের অনেক অনন্য ও বিস্ময়কর বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, এই কোরআন একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত।

আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর প্রশ্ন আসে যে, আল্লাহ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তিনি আমাদের থেকে কি চান? এবং আমরা কোন পথে চলবো। তাই আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি নবী-রাসুলগণ পাঠাইয়াছেন এবং কোরআন কিতাব নাজেল করেছেন যেন আমরা এগুলির অনুসরণ করে আল্লাহ প্রদত্ব সঠিক পথে চলে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হতে পারি।

আল্লাহ প্রত্যেক জাতির কাছে কমপক্ষে একজন করে হাজারো নবী প্রেরণ করেছেন, সকল নবীগণের একই আহবান ছিলো তাহলো একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা ও তার নির্দেশ মেনে চলা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বৃহত্তম নবী হলেন-আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবীকূলের শেষ নবী এবং তিনি ছিলেন আমানত, ইনছাফ, রহমত ও সাহসীকতার উদাহরণ স্বরুপ। তিনি আল্লাহর সর্বশেষ বাণী তথা কুরআন নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন যাতে লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করে দিবেন, যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে। যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করবে।

আর এই কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য হেদায়াত স্বরুপ। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ কে? কোন আমল তিনি পছন্দ করেন এবং কোন কাজ বা আমল তিনি পছন্দ করেন্না। এতে রয়েছে পুর্ববর্তী নবীগণের ঘটনাবলী বা কাহিনী সমূহ, বেহেস্ত ও দোযখের বর্ণনা এবং কেয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনের বর্ণনা ইত্যাদি। আর এই কোরআনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুলবঝাবুজির বিষয়টিও বুঝতে পারি। যেমন ঈসা (আঃ) এর বিষয়টি।

ঈসা (আঃ) অন্যান্য সকল নবীদের মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তিনি লোকদেরকে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করার আহবান করেছেন। (ছুরা-মরিয়ম- ১৯.৩৬)

CONTENTS

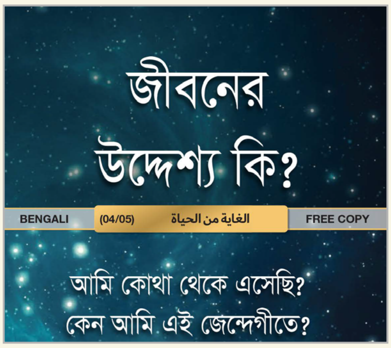

যিশু (ঈসা আঃ) এর প্রকৃতি

ইসলামে আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে জানতে গিয়ে এটা জরুরী যে, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা, কেননা ঈসা (আঃ) এর ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও দাবী রয়েছে।

কিছু খ্রিষ্টান দাবী করে যে যিশুই আল্লাহ (গড্) অথবা তিনের এক, তিনি ভূপৃষ্টে আল্লাহর দেহধারন করেছেন আর তিনিই আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণ করেছেন। অথচ খ্রিষ্টানদের পবিত্র কিতাব বাইবেলের মতে যিশু জন্ম গ্রহন করেছেন, খাওয়া দাওয়া করতেন, নিদ্রা যাইতেন, প্রার্থনা করতেন এবং সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এ সকল কোনই গুণ গড্ বা আল্লাহর সাথে মানানসই নয়। গড্ বা আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ গুণাবলীর মালিক, অথচ মানুষ ঠিক তার বিপরীত। তাই পরস্পর বিপরীত দুটি সত্বা কেমন করে এক হতে পারে? এটা কখনই যৌক্তিক নয়।

অবশ্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে গড্ যখন সবকিছুই করতে পারেন, তাহলে তিনি কেন মানুষের রুপ ধারন করেননা ।

এর উত্তর হলো আল্লাহ মানবীয় গুনাবলীর উর্দ্ধে। আল্লাহ যদি মানুষের রুপ ধারণ করেন তাহলে সৃষ্টি আর স্রষ্টার পার্থক্য রইলো কোথায়?

তাছাড়া বাইবেলে ২৬.৩৯ আয়াতে লেখা আছে যে, যিশু সিজদায় পড়ে প্রার্থনা করতেন।

তাহলে প্রশ্ন আসে যে, তিনি কার কাছে প্রার্থনা করতেন ?

আল্লাহ বলেন-আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা। ছুরা-মারয়াম-৩৫

কিছু খ্রিষ্টান দাবী করে যে যিশু হলেন আল্লাহর পুত্র। তাহলে আমরা আমাদেরকেই জিজ্ঞেস করতে পারি এর অর্থ কি? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের মত দেহবিশিষ্ট কোন সত্ত্বা? যে, তার পুত্র আছে? তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার পার্থক্য রইলো কোথায়?

বরং আমরা দেখতে পাই “গড এর পুত্র” কথাটি পুরানো বাইবেলের ভাষায় সত্যবাদী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। এই কথাটি ওল্ড টেস্টামেন্টের সর্বত্র অনেক সত্যবাদী ব্যক্তি যেমন দাউদ, সুলায়মান এবং ইসরাইলের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র যিশুর ক্ষেত্রে নয়।

যিশু সম্পর্কে ইসলামী আকিদা হলো, তিনি আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী। তিনি একমাত্র এক আল্লাহর এবাদত করতেন এবং মানব জাতীকে এক আল্লাহর উপাসনার প্রতি দাওয়াত দিতেন আর একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

তাহলে আমি এখানে কেন? অর্থাৎ এই জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সবাই স্বীকার করবেন যে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন চোখ, কান, ঘিলু এবং হৃদপিন্ডের নির্দিষ্ট লক্ষ ও ভূমিকা রয়েছে। তাহলে এটার অর্থ কি

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

এই নয় যে প্রতেক্যটি মানুষের জীবনের তেমনি একটা উদ্দেশ্য রয়েছে? (তাহলো একমাত্র আল্লাহর এবাদত)

আল্লাহ আমাদেরকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি বা শুধু খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ মৌল প্রয়োজন মিটাবার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং আমাদের এই জীবনের পিছনে রয়েছে বৃহত্তম উদ্দ্যেশ্য আর তা হলো একমাত্র এক আল্লাহর এবাদত বা উপাসনা করা এবং তার নির্দেশ মোতাবেক চলা। যাতে আমরা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল, সুন্দর, শান্তিময় ও পূর্নময় জীবন লাভ করতে পারি যা সকলের ক্ষেত্রেই উপকার জনক।

আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর এবাদত করতে নিষেধ করেছেন চাই সে যেকোন কিছুই হউক না কেন? যেমন মুর্তি পুজা, চন্দ্র-সুর্যপুজা, ধর্মযাজক, এমনকি নবীর পুজা পর্যন্ত হারাম। তিনি (আল্লাহ) কোন সংগী বা মধ্যস্থাকারীর প্রয়োজন বোধ করেন না। প্রত্যেকই আল্লাহর উপাসনা করে সরাসরি তার সান্নিধ্য নৈকট্য লাভ করতে পারে।

আল্লাহ এই জীবনকে একটি পরীক্ষা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সে পরীক্ষা বিভিন্ন প্রকারের। আমাদের ক্ষেত্রে কি ঘটবে সে ব্যাপারে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আল্লাহর নৈকট্য এবং বেহেস্ত লাভের উপায় হলো বিপদ অবস্থায় ধৈর্য ধারন করা। তার দেওয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করা (তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা একমাত্র তার এবাদত করা) তেমনিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে দোযখের ভয়ংকর শাস্তির ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন, যদি আমরা তার (আল্লাহর) নির্দেশ পালন না করি বা কুফরি করি।

তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিৎ?

আমাদের কর্তব্য হলো নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর উপর ঈমান আনা, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা একমাত্র তারই এবাদত করা তবেই তাকে বলা হয় মুসলিম।

আল্লাহপাক ইসলাম ধর্মকে প্রত্যেকের জন্যই সহজ করে দিয়েছেন সুতরাং যে কেউ আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে (নিম্নের শপথ বাক্যটি পাঠ করে মুসলমান হতে পারে, চাই সে পূর্বে যে কোন ধর্ম থেকেই হউক না কেন ?

শপথ বাক্যটি এই, আমি (বুঝে শুনে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল।

তোমার জন্য ত্রখনও কি সময় হয়নি যে, তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্যকে পূরণ করবে, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সত্যের প্রতি আত্মনিবেদন করবে এবং তোমার স্রষ্টা (আল্লাহ) কে স্বীকার করবে,তার উপর ঈমান আনবে?

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে

BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

তথ্য উন্মোচন

جمعية دار البر
Dar Al Ber Society
www.daralber.ae

الإمارات
THE EMIRATES

Your Path To Peace..

مركز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

تصريح رقم:
(2017/139)
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
Islamic Affairs & Charitable Activities Department

www.islamicic.com

CONTENTS

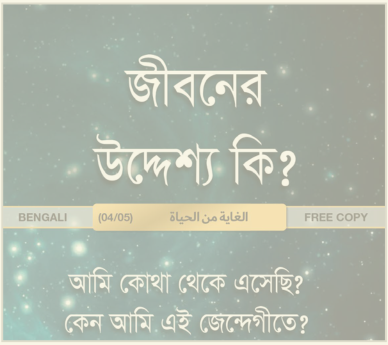

ইসলাম কি? এবং কারা মুসলিম ?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এটা মানুষকে তার স্রষ্টার অর্থাৎ (আল্লাহর) সাথে সম্পর্কের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীব সমূহের সাথে পারস্পারিক সম্পর্কের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়। ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানুষ সত্যিকার সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহকে না চিনবে বা না জানবে এবং ইসলামের আদেশ নিষেধ মোতাবেক আমল না করবে।

ইসলামের বাণী খুবই সুস্পষ্ট: তাহলো একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদত করা এবং আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী (দূত) মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর ঈমান আনা। ‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ হলো এক আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পন করা। তার অনুসারিরা হচ্ছেন মুসলিম।

জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে জীবন যাপনের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। আর তাহলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও একমাত্র তারই উপাসনা করা যাতে আমরা আমাদের স্রষ্টার নির্দেশনা মেনে জীবন যাপন করতে পারি। আর এই নির্দেশনা আমাদেরকে একটি পূণ্যময় এবং সফল জীবন যাপন করতে সাহায্য করবে, একই সাথে বেহেশতে প্রবেশ ও দুযখ থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

আল্লাহ মানুষকে পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি দেখবেন কে স্বত:স্ফূর্তভাবে তাঁর (নবীর) পথ অনুসরণ করে আর কে না মেনে পিছে হটে যায়।

একজনের ঈমানের পরীক্ষা হচ্ছে তার মেধা এবং যুক্তির দ্বারা আল্লাহর নিদর্শন খুঁজে নেয়া এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।

আল্লাহ কে?

আল্লাহ এক সত্য মা’বুদের সত্ত্বাগত নাম। আল্লাহর কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নাই, এবং তার পিতা মাতা সঙ্গিনী বা সন্তান নেই। আল্লাহর সকল গুণই পরিপূর্ণ। একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা পরম দয়ালু, সর্ব শক্তিমান, সর্বোচ্চ ন্যায় বিচারক, প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞানী। কোন মানুষ বা কোন কিছু আল্লাহর প্রভূত্বের অংশীদার নয় এবং তাঁর ঐশ্বরিক বৈশিষ্টাবলী এমনই যে এগুলো একমাত্র তাঁরই। তাই ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

মুহাম্মদ কে ?

মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সকল মানুষের প্রতি, এই আহবান নিয়ে যে, ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যার কোন অংশীদার নাই। তিনি পিতা, স্বামী, শিক্ষক, নেতা, শাসক অর্থাৎ সকলের জন্য এক আদর্শ ও উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর সততা, ন্যায় পরায়নতা, আমানতদারী, দয়া, সাহস ও ন্যায় বিচার ছিলো এক অদ্বিতীয় ও উদাহরণ স্বরূপ। মুসলমানরা তাকে প্রাণভরে মুহাব্বত ও এহতেরাম করা সত্ত্বেও তার এবাদাত করেনা।

CONTENTS

ইসলাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
BENGALI (01/05) نبذة عن الإسلام FREE COPY
ইসলামের মৌল বিষয় সমূহ

ইসলামে ইলাহ বা উপাস্য এর মর্ম
BENGALI (02/05) مفهوم الإله في الإسلام FREE COPY
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) থেকে মহান আর কেউ নেই।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)
BENGALI (03/05) النبي محمد ﷺ FREE COPY
এ মহান ব্যক্তিকে আপনার জানা উচিৎ

জীবনের উদ্দেশ্য কি?
BENGALI (04/05) الغاية من الحياة FREE COPY
আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এই জেন্দেগীতে?

ইসলাম প্রশ্ন / উত্তরে
BENGALI (05/05) الإسلام (سؤال وجواب) FREE COPY

ইসলামের উৎস কি ?

ইসলামের প্রাথমিক বা মূল উৎস হচ্ছে কুরআন, আর এটাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার নীতিমালা। সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস যা হলো নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী ও কাজের সংফল বা নিদর্শন। যা তার সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

এগুলো যেহেতু ব্যাপক ভাবে তথা অক্ষরে অক্ষরে যাচাই ও অনুমোদন করা হয়েছে তাই এগুলো মুসলমানদের অনুসরণ করতে হবে। কেননা সকল ইসলামী শিক্ষা এই দুই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তাহলো “কুরআন” ও সুন্নাহ (হাদীস)।

কুরআন কি?

কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ প্রেরিত চূড়ান্ত গ্রন্থ, যা ন্যায়-অন্যায়ের নির্দেশিকা এবং সত্য-মিথ্যার সঠিক নির্ণয়ক। এটা আল্লাহর অলৌকিক বাণী যা ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরিত হয়েছে। কুরআনে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সর্ববিষয়ের বিবরণ ও সমাধান রয়েছে। যেমন সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মা’বুদের অর্থ কোন আমল আল্লাহ পছন্দ করেন আর কোন আমল তাঁর অপছন্দীয়, নবীদের কাহিনী, বেহেস্ত, দোযখ ও কেয়ামতের দিন সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি। কোরআনের সবচেয়ে বড় আশ্চর্যজনক অলৌকিক দিক হলো ১৪০০ শত বছর আগে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এখন ও তা হুবহু সংরক্ষিত আছে। এতে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানসম্মত ও ঐতিহাসিক তথ্য যা তখনকার মানুষের অজানা ছিল এবং যা সাম্প্রতিক কালে আবিস্কৃত হয়েছে। কোরআন যে খোদাপ্রদত্ত তার একটি প্রমাণও এটি।

ইসলামের মৌল উপাদান (আরকান) কি কি ?

ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি ।

১ম স্তম্ভ: ঈমানের সাক্ষ্য, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য বা মা’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল।

২য় স্তম্ভ: নামাজ যা দিনে পাঁচবার। ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা, এগুলি নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ।

৩য় স্তম্ভ: যাকাত- এটা হচ্ছে সামর্থবানদের সম্পদের বার্ষিক বাধ্যতামূলক একটি নির্ধারিত অংশ গরীব, মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করা।

৪র্থ স্তম্ভ: রমযানের রোজা। অর্থাৎ রোযাদারকে অবশ্যই খাবার-পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস হতে সুবেহ সাদিক হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকা, তেমনিভাবে সকল মন্দ কাজ পরিহার করা কর্তব্য।

৫ম স্তম্ভ: হজ্ব: এটা শারিরিক ও আর্থিক সামর্থবান মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামর্থবান মুসলমানদের জীবনে একবার মক্কায় গিয়ে হজ্ব পালন করা ফরয। হজ্বে রয়েছে মুসলমানদের ঐক্য, আত্মত্যাগ, প্রার্থনা, নামায, কোরবানী, দান ছদকা ইত্যাদি সর্ব প্রকার ইবাদাত। যা মুসলিম জাতির মাঝে ঐক্য সংহতি সৃষ্টি করে।

CONTENTS

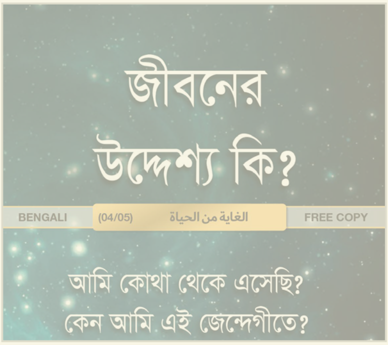

মুসলমানরা ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে কি ধরণের আকীদা রাখে?

আল্লাহ তায়ালা হাজার হাজার নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেক জাতির প্রতি অন্তত একজন নবী পাঠিয়েছেন। সকল নবীদের একটিই বাণী ছিলো, তা হলো একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে অংশিদার করবে না। এসকল নবীদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, আদম, নূহ, ইউসুফ, ইব্রাহীম, ইয়াকুব, ইছহাক, মুসা, ঈসা, এবং মুহাম্মদ (সাঃ), ঈসা আ: হলেন প্রধান নবীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জন্ম হলো এক অলৌকিক কায়দায়। তিনি জন্ম নিয়েছেন পিতা ব্যতিত। তিনি এক কুমারী মাতার সন্তান। খোদার হুকুমে অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁর হাতের উপর দিয়ে ঘটেছে।

মন্দ বা খারাপ কিছু ঘটার কারণ কি ?

আল্লাহ মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কখনো সুখ-শান্তির দ্বারা যেমন, স্বাস্থ্য, মাল- -দৌলত, মান সম্মান, ইত্যাদি। আবার কখনো দুংখ কষ্টের দ্বারা যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপদ- -আপদ ইত্যাদি। আল্লাহর নৈকট্য ও বেহেস্ত লাভ করার উপায় হলো বিপদ-আপদে,ধৈর্য ধারণ করা ও সুখ-শান্তিতে আল্লাহর শোকর আদায় করা। অবশ্য এই জীবনের দুঃখ কষ্ট ক্ষণস্থায়ী অথচ বেহেশতে রয়েছে অনন্ত শান্তি।

আল্লাহ বলেন-তিনি সেই সত্ত্বা-যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে (আমলে) শ্রেষ্ঠ। ছুরা-মূলক-২

মৃত্যুর পরে কি ঘটবে ?

সাময়িক জীবন থেকে অনন্ত জীবনের পথ হল মৃত্যু। প্রত্যেক মানুষকে উত্থীত করা হবে কিয়ামতের দিন এবং জবাবদিহি করতে হবে তাদেরকে। এইদিন ন্যায় বিচারের দিন, যে দোষ করবে বা নির্যাতিত হবে কেয়ামতের দিন মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহ তাঁর বিচার করবেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করা হবে। আর যারা বিপরীত কাজ করবে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান যদি না থাকে তাহলে ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তির বিষয়টি আল্লাহর চূড়ান্ত ন্যায় বিচারের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না এবং জীবনও সুন্দর হবে না। অর্থাৎ যে নেক আমল করবে, তার জন্য পুরুস্কার। আর যে, বদ-আমল করবে, তার জন্য শাস্তি।

ইসলামে সবচেয়ে বৃহত্তম পাপ কি?

ইসলামে সবচেয়ে বড় পাপ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও এবাদাত করা বা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা বা তার সমকক্ষ মনে করা। যেমন মূর্তি পুজা করা, ঈশ্বর বা দেবতা বিশ্বাস করা, আল্লাহর পুত্র আছে বলে মনে করা বা তার সাথে কাউকে শরীক করা বা স্বয়ং আল্লাহকে অবিশ্বাস করা। এগুলো ইসলামে মহাপাপ।

CONTENTS

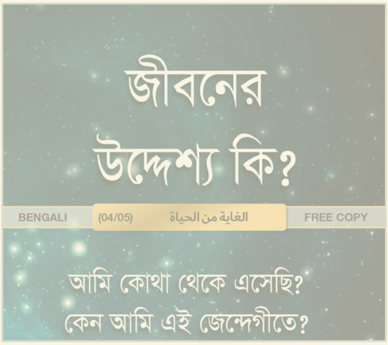

ইসলাম নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? (অর্থাৎ ইসলামে নারীর স্থান বা মর্যাদা কি)?

ইসলামে কৃতকর্মের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান, উভয়ে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল সমানভাবে পাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-"যে (নেক আমল) সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো। আর প্রতিদানে তাদেরকে (তাদের উত্তম কাজের কারণে) প্রাপ্য পুরস্কার দেব। (সূরায়ে নাহাল-৯৬)

তবে আল্লাহ তায়ালা উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তাদের মানবিক, মানষিক, শারীরিক অবস্থান হিসাবে।

ইসলামে নারীদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে, তাদের প্রতি কোন নিপীড়ন বা নির্যাতন করা হয়নি।

আদি পাপের বিষয়ে ইসলামের কি ধারনা ?

আদি পাপের কোন অস্তিত্ব বা ধারণা ইসলামে নেই। আল্লাহ একজনের পাপের জন্য অন্যকে দায়ী করেননা বা যার দায়িত্ব নয় তাকে শাস্তি দেননা। আল্লাহ ন্যায় বিচারক।

জিহাদ কি?

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ধর্মের জন্য সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ করা। জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "সাধনা"।

যেমন ইবাদাত ও নেক কাজে সাধনা বা চেষ্টা করা, দান সদকা করা, ইসলামী সামরিক কর্মে যোগদান করা ইত্যাদি। সাধারণভাবে জিহাদ সকলের নিকট পরিচিত হলো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জুলুম, নিপীড়ন বন্ধ এবং মঙ্গল ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম বা লড়াই করা আল্লাহ প্রদত্ব তরীকা মোতাবেক।

ইসলাম কি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে?

যুদ্ধে, নির্দোশদেরকে আক্রমন করা ঘৃণ্য কাজ; যা ইসলামে নিষিদ্ধ বা হারাম। অপ্রয়োজনে গাছ-পালা কাটা বা পশু হত্যা পর্যন্ত নিষেধ। ইসলামে যুদ্ধ সংক্রান্ত নৈতিক নির্দেশিকার মধ্যে এটি অন্যতম। তাই এটা আমাদের জন্য জরুরী যে, সন্ত্রাসবাদ এবং বৈধ প্রতিরোধ এর মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেয়া।

CONTENTS

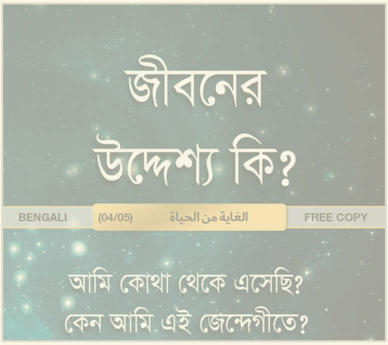

সকল ধর্মই কি সদৃশ বা মিলযুক্ত।

সঠিক আচরণ এবং অন্যের প্রতি সদয় হওয়ার শিক্ষা এবং আরো কিছু বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এবং ইসলামে বিশেষ করে আল্লাহর মহিমা, আল্লাহর একাত্ববাদ এবং পরিপূর্ণতার বিষয়ে বিশেষ জোর ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলাম প্রাথমিক ভাবে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন একসত্ত্বা এবং তাঁর সৃষ্টির তুলনায় অনন্য এবং সকল প্রশংসা ও উপাসনা সরাসরি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই প্রাপ্য। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত কোন নবীকে অস্বীকার করেনা বরং মনে করে প্রত্যেক নবীই এক এবং অভিন্ন এক বার্তা নিয়ে এসেছেন। তাহলো একমাত্র এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁর এবাদাত করা। তার সাথে কাউকে শরীক না করা।

হালাল খাবার কি?

মুসলমানদের জন্য আল্লাহ অনুমোদিত খাবারই হালাল এবং বৈধ। সাধারণত সকল প্রকার খাবার ও পানিয় হালাল, বিশেষ কিছু খাবার ও পানিয় ছাড়া। যেমন:শুকুরের মাংস, ও মদ ইত্যাদি। তবে এটা কর্তব্য যে পশু জবাইয়ের প্রক্রিয়া যেন আল্লাহর নাম নিয়ে এবং বিশুদ্ধ ও মানবিক উপায়ে হয়, যাতে পশুর কষ্ট কম হয়। অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী যেন হয়।

কে হতে পারে মুসলিম?

আল্লাহ সকল মানুষের জন্য ইসলামের দরজা খুলে দিয়েছেন। তাই যে কেউ যেকোন সময় বিশ্বাসের সাথে নিম্নলিখিত সাক্ষ্য উচ্চারণ করে মুসলমান হতে পারে।

তাহলো- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল"।

মুসলমান হয়ে উঠার পর একজনকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং এর দ্বারা পরকালে চিরকাল বসবাসের জান্নাত লাভ নিশ্চিত হবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার জীবন হবে এক সঠিক উদ্দেশ্য মুলক জীবন এবং তা দ্বারা নিশ্চিত হবে পরকালে তারজন্য চিরস্থায়ী জান্নাত।

সঠিক মুসলমান হওয়ার অর্থ হলো সর্ব প্রথম এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, একমাত্র তার রাজীর উদ্দেশ্যে তার এবাদাত করতে হবে, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে। তবেই সে দুনিয়া আখেরাতের শান্তি লাভ করতে পারবে।

Part of the

مـركـز المعلومات الإسلامي
Islamic Information Center
للتعريف بالإسلام

ISLAMIC e-LIBRARY

Learn more about Islam with our informative and educational materials, translated to over 50+ languages

Quran
Flyers
Books

iicdxb.com/flyers

@islamicicdxb